সংবাদ

তারিখ 18 MAR 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ছাত্র আন্দোলনের মুখে হাজী মো. দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

- ২০ মিনিটের নোটিশে হোস্টেল ত্যাগের নোটিশ
- ভাঙচুরে ক্ষয়ক্ষতি ১ কোটি টাকা

চিন্তঘোষ, দিনাজপুর থেকে ঃ ছাত্রদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবনসহ ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ২০ মিনিটের নোটিশে গভীর রাতে ছাত্রদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৭ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে ডিসিসহ ৫০ জন আহত হয়। ভাঙচুরে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় ১ কোটি টাকা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দিনাজপুর হাজী ছাত্র ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

ছাত্র ঃ আন্দোলন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, ছাত্রবৃত্তি চালু, সেমিস্টার পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে রোববার ছাত্রছাত্রীরা দিনভর ক্যাম্পাসে মিছিল করে। দিনের এক পর্যায়ে প্রক্টর প্রফেসর আতাউর রহমান তার চেম্বারে ছাত্রদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনা চলাকালে ছাত্রদের পক্ষ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানায়। এ নিয়ে শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে প্রক্টর জনৈক ছাত্রকে মারপিট করলে আলোচনা ভেঙে যায়। এ সময় প্রক্টর প্রভোস্ট ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, একটা দুটা ছাত্র নয়, আমরা ইচ্ছা করলে গোটা ব্যাচকে ফেল করিয়ে দিতে পারি। ছাত্ররা অভিযোগ করে, ওই দু'জন শিক্ষক উচ্চৈস্বরে বলতে থাকেন ক্যাম্পাসে একটি ছাত্রও না থাকলে আমরা বেতন ঠিকই পাবো। এ বক্তব্যের পর ক্যাম্পসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের নির্ধারিত দাবি ছাড়াও প্রক্টর আতাউর রহমান ও প্রভোস্ট মনসুর রহমানের পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদেরে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। রাতে ভাইস চ্যান্সলর প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞা তার কক্ষে প্রক্টর, প্রভোস্টসহ কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষকের সাথে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার পর ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য ডিসি পুলিশকে খবর দেন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি দেখে আন্দোলনরত ছাত্ররা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ রাতের অন্ধকারে এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী কেউই পুলিশের হামলা থেকে রেহাই পায়নি। এক পর্যায়ে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে অ্যাকাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, পাওয়ার হাউজ, মেডিক্যাল সেন্টার, অডিটোরিয়াম, রেজিস্ট্রার চেম্বার, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, সয়েল সায়েন্স, এগ্রোফরেস্ট, কৃষিতত্ত্ব ও কৃষি রসায়নসহ ৫টি গবেষণাগার ভাঙচুর করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এর মধ্যে ডিসি, রেজিস্ট্রার চেম্বার ও ৫টি গবেষণাগারের ক্ষয়ক্ষতি খুবই ভয়াবহ। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। পুলিশ প্রথম দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে রূপ নেয়। পরে পুলিশ লাইন থেকে আরও অতিরিক্ত পুলিশ ক্যাম্পাসে গিয়ে পৌঁছে। প্রায় ৫ ঘণ্টা ছাত্র-শিক্ষক সংঘর্ষের পর রাত ৩টার দিকে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আসে। সংঘর্ষ চলাকালে রাত ৩টার দিকে ভিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষক কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সাথে ছাত্রছাত্রীদের হল খালি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাত ৩টা ১০ মিনিটে পুলিশের মাইক থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে ছাত্রদের এবং সকাল ৭টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ছাত্রদের অভিযোগ, ঘোষণার পর পর ছাত্রদের আর হলে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। গভীর রাতে পুলিশ ছাত্রদের ক্যাম্পাস থেকেই তাড়িয়ে দেয়। ছাত্ররা যে যেদিক পেরেছে পুলিশের ভয়ে ক্যাম্পাসের বাহিরে মহাসড়কের ওপর এসে আশ্রয় নেয়। পুলিশ সেখানেও তাদের লাঠিচার্জ করলে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

ছাত্ররা জানায়, ২০০০ সাল থেকে ছাত্রবৃত্তি প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছে, উপরন্তু ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৬ই মার্চ ঘোষণা দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হবে ২২শে মার্চ থেকে। ছাত্ররা অভিযোগ করে, প্রক্টর আতাউর রহমান ও প্রভোস্ট মনসুর রহমান ছাত্রছাত্রীদের ওপর অহরহ অসদাচারণ করে আসছেন। এ বিষয়ে ভিসিকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

এদিকে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দশম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের এগ্রিকালচার ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ পরীক্ষা আগামী ২০শে মার্চ হতে শুরু হওয়ার কথা।

এ ব্যাপারে দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞা'র সাথে এ প্রতিনিধি যোগাযোগ করলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও ছাত্রদের এ ভাঙচুরের ঘটনা দুঃখজনক।